COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

ফ্রেড রিগসের Ecological approach বা পরিবেশগত পদ্ধতির আলোচনা।

রিগস এর মতে উন্নয়ন প্রশাসন হল, প্রশাসনিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পদ্ধতিগুলির ব্যবহার যা ব্যাপকভাবে সংগঠনের দ্বারা করা হয়ে থাকে। সরকার নীতিগুলিকে কার্যকরী করে এবং পরিকল্পনা রচনা করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। এ সম্পর্কে বলা যায়, এটি কার্য, লক্ষ্য, পরিবর্তন অভিমুখী প্রচেষ্টা যা পরিকল্পনা নীতি ও কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব দেয়। জাতি গঠন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আমলাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক লক্ষ্যে পৌছানোই এর মূল উদ্দেশ্য। উন্নয়ন প্রশাসনে মানুষের জন্য পরিকল্পনা বা Planing for people -র চেয়ে মানুষের সঙ্গে পরিকল্পনা বা Planing with people-কে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। এটি অবশ্যই উৎপাদন কেন্দ্রিকতার থেকে অনেক বেশি মানুষকেন্দ্রিক। এটি সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং পরিসেবার কথা বলে না কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের কোন সর্বজনগ্রাহা সংজ্ঞা নেই। তথাপিও উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের অবিচ্ছেদ্য কাজ ও লক্ষ্য হল উন্নয়ন। এই সকল রাষ্ট্রে মানব ও বস্তু সম্পদের প্রবল অভাব রয়েছে। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে উন্নয়নের সবচেয়ে উপযোগী উপায় বা নতুন কোন উপায় challenge -এর সম্মুখীন হবে। তাহলেও উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নের উপায়ের কথা বলে যা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন করতে পারে। Weidner প্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের বর্ণনা করেন। Rigges, Heady, Montgomary, Gant, Pai Panandikar প্রমুখ নিজস্ব পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক উন্নয়ন প্রশাসনের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং অর্থ হল এই যে, ***এটি হল একটি প্রচেষ্টা যা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয়, নীতি তৈরির সঙ্গেও সম্পর্কিত। যেটি উন্নয়ন - অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সাংস্কৃতিক সমরুপ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসন কার্য অভিমুখী হয়ে থাকে এবং প্রশাসন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সহজ উপায়ে কার্যকরী করে।***

উন্নয়ন প্রশাসনের উৎসঃ-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি, যারা উপনিবেশিক শোষণ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, সেই দেশগুলি দ্রুত রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনে জটিলতার সম্মুখীন হয়। এই সমস্ত নতুন রাষ্ট্রগুলির সামনে উন্নয়নের প্রশ্নে একাধিক চ্যালেঞ্জ আসে। এগুলি হল- দারিদ্র, অশিক্ষা, রোগ, কৃষির ক্ষেত্রে কম উৎপাদন এবং শিল্পজাত উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা প্রচলিত ছিল। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র প্রণীত উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার দ্বারা ঔপনিবেশিক বৈদেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার পর এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির দেশীয় জনগণ বিভিন্ন সমস্যা যেমন কর্মহীনতা, দারিদ্র, অব্যবস্থা, অনাহার এবং রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রে সম্পদ ও মানব সম্পদের অভাব ছিল এবং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ছিল যৎসামান্য। এছাড়াও এ সকল রাষ্ট্রগুলির ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সরকার সর্বাত্মক ও সমজাতীয় পরিকল্পনার দ্বারা সুসংহত উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। রাষ্ট্রীয় রূপকারদের লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন, স্বনির্ভরতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আধুনিবীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়ন।

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা ও সুযোগ সংক্রান্ত আলোচনার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। লুপিয়ান পাই, ফ্রেড রিগস্, এবং অয়েডনার দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়, যেখানে একটি বৃহত্তর অর্থে উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পথ নির্দেশ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা কর্তৃত্বমূলক ভাবে একটি পদ্ধতির সাহায্যে বা অন্য নির্ধারিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে মহৎ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই অর্থে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনকে বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জাতি গঠনমূলক সমগ্র প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করা। এই সংজ্ঞা উন্নয়ন প্রশাসন, জনপ্রশাসনের অধ্যায়নের জন্য একটি সমধিত ধারণা হয়ে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি উন্নয়ন প্রশাসন যা ভিত্তির কাঠামোর চেয়ে ভিত্তির কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি প্রশাসনের একটি ঐতিহ্যগত এবং নিয়মমাফিক চর্চা, যা পরিকল্পনার কার্যকর করার একটি দলিল হিসেবে তার ক্ষমতা বিচার করে। উন্নয়ন প্রশাসনের আলোচনায় উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশাসনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। পাশাপাশি উভয়রূপ ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টাও জানা দরকার।

উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ-

১। পরিকল্পনার সকল স্তরে নতুনত্ব

২। তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দান।

৩। একটি সম্পদ হিসেবে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

রাজনীতিক প্রেক্ষিত ঃ-

আইনি সংস্থা, আদালত, রাজনৈতিক দল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ সরকারের সাফল্য এবং ব্যর্থতার পিছনে ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে জন আমলাতন্ত্র হল প্রধান উপাদান যে সরকারি কর্মসুচিকে বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত হয়ে থাকে যেগুলি সাধারণ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।একটি সরকার তখনি ফলপ্রসূ হয় যখন তার কর্মচারীদের পারফরম্যান্স ভালো হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এমন অনেক রাজনৈতিক কাজকর্ম করে থাকে যেগুলি তার করার কথা নয়। যার অর্থ আমলাতন্ত্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে যার ফলে তারা নিজেদের মূল দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়। রিগস দেখিয়েছেন প্রশাসনিক এবং পরিচালন মতবাদ আমেরিকাতে কতখানি প্রয়োজন। এবং অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে সীমিত পরিমাণে প্রয়োজন।একাধিক অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ করা যায় এবং এই সকল জায়গাগুলিতে ক্ষমতাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য অর্থে প্রশাসনিক নীতি, ভারসাম্যের রাজনীতিতে প্রশাসনের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। রিগসের মতে কোনো রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বন্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা জরুরি। ঐতিহ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণা সাহায্যকারীর এবং প্রাসঙ্গিকতার কারণে প্রয়োজন। রিগসের মতে ভারসাম্যযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক নয় এই ব্যবস্থা যেখানে উপস্থিত সেখানে একদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ কমিউনিস্ট বাবস্থায় এটা সম্ভব অথবা যে ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করার অনীহা থাকে সেখানে এটি সম্ভব। একটি দল প্রাধান্যকারী ব্যবস্থায় অফিসিয়াল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করে নিতে পারে। রিগসের মতে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বন্তব্য প্রাসঙ্গিক।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ-

বেতন ব্যবস্থা কর্মচারীদের কেবলমাত্র উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করে না, কোন রকম চাপ দেওয়া থেকে বিরত থেকে অফিসিয়াল কাজ করতে সাহায্য করে। বেতন ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। যার অর্থ হল কর্মচারীদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান এই বেতন থেকে পুরণ করা সম্ভব হয়। দায়িত্বশীল Pay-roll ব্যবস্থার মাধামে মজুরী বণ্টন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে 'কর' থেকে যে আয় হবে সেখান থেকেই এই অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ বেতন ব্যবস্থা রাজার জন্য অর্থনৈতিক ভীত মজবুত থাকতে হবে এবং উৎপাদনের স্তর যথেষ্ট উচু মানের হতে হবে। প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া কর্মচারী গোষ্ঠীর প্রয়োজন পুরণ করার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তর আরো উঁচু হতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং যারা প্রাথমিক ও সাধারণ কর্মচারী বলে বিবেচিত হয় তাদের প্রয়োজন পুরণের জন্য এটা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা জাতীয় আয় বাড়াতে সাহায্য করলেও একটি সমাজ তাদের সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না যদি না প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্ত ভীত প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ সরকারি শাখাগুলির জন্য প্রচুর খরচ করা হয়। এক্ষেত্রে বেতন ফলাফল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা ন্যায়। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিতে কাজের সুযোগ অনেক কম, এখানে কৃষি মানুষকে ভরসা যোগায়। সরকারি কাজের জন্য চাপ ক্রমশ বেড়েছে, কারণ অর্থদক্ষ শ্রমিক প্রচুর পরিমাণে white colour কাজের চেষ্টা করছে। যারা official clark হতে চায়। যে সমস্ত দেশে বিদেশি ব্যবস্থা রয়েছে, সেই দেশগুলিতে দেশীয় ও বিদেশি জনগণের জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক রয়েছে, ঘা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। উপযুক্ত বেতন কাঠামো যুক্ত আর্থনৈতিক উন্নত রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র আইনি ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যা অর্থনৈতিক উপাদান বাড়ানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সাহায্য করে। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে অনেক বেশি জটিলতা সৃষ্টি হয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের আদর্শ রূপ : উন্নয়ন প্রশাসন প্রাথমিক অবস্থায় আর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোচনা করত। যদিও এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সকলের স্বাধীনতার ও সকলের সমান সুযোগের কথা বলা। ঘটনা হল এই যে বন্টন, বিনিয়োগ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি অঙ্গিকারবদ্ধ থাকে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পদের সমরূপ বন্টন সহায়তা করে। উন্নয়ন প্রশাসনের মূল দর্শন হল পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উপয়ুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। **Chicago: 1961 American socity for Public Administration,** রিগ্‌সের সভাপতিত্বে **Comparative Adminstrative Group (CAG)** প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন প্রশাসনের বিশেষ সমস্যার ওপর আলোকপাত করার জন্য এটি গঠন করা হয়েছিল, যাকে Ford Foundation অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী ছিল। এই গোষ্ঠী অনুভব করেছিল যে, তৃতীয় বিশ্বে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসন জটিল, সংকীর্ণ যেটি মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার অনুপযুক্ত। এটি প্রশাসনের আবেগগত আচরণ অযৌক্তিকতা ইত্যাদির বর্ণনা দিতে অক্ষম। Technological Managerial School পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার কথা বলে। কিন্তু Ecological School তাকে চ্যালেঞ্জ করে। এদের যুক্তি হল উন্নয়ন বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সম্পর্কিকরনের ওপর উৎসাহ দেয়। এই ধারণা অনুসারে প্রশাসনের সামাজিক ভিত্তি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের থেকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। CAG-এর গবেষকরা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এই গোষ্ঠী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জননীতির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন বা কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি তার কাজকর্মে রুপদান

করেছিল। এই বিষয়ে যাদের প্রায় ৬১টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।১৯৬০-এর দশকে ফলাফলের মূল্যায়ন, সন্দেহ এবং পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে পথ চলতে চলতে নতুন ধারণা খোঁজা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করে নতুন পথ বের করার চেষ্টা হয়েছে, যেটি মিশ্র সংস্কৃতির বৈধতা দেবে। জনপ্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়নের বিকল্প পথের কথা বলে। তারা জনপ্রশাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কগত পরিবেশের কথা বলে। অন্যভাবে বললে জনপ্রশাসনে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে । এই ধরনের মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন ফ্রড রিগস।

তিনি দেখেছেন মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে GNP-র বৃদ্ধির কোনো আবশ্যকতা নেই। তথাপিও মাথাপিছু আয় উন্নয়নের কোনো সুচক হতে পারে না। তিনি সুচক হিসাবে মানুষের দৈহিক গুণকে পছন্দ করতেন। তার মতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক গুণ সুচকের ভূমিতে নিতে পারে। রিগস উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সামাজিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার, কাঠামো- কার্যবাদী বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে Industria-transitia-agraria formulation কে তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে Prismitic Socity -র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেটি Traditional Fused Socity থেকে Modernity Defracted Socity-কে কিভাবে রুপান্তরিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করে। Ecological approach প্রশাসনের সঙ্গে অপ্রশাসনিক বিষয়ের কী সম্পর্ক সেসম্পর্কে বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়া দেয়, যেটি এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ। একটি ধারণা আছে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি তার বিমূর্ত রুপের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারে না যেখানে কার্যকারী আচরণ সাধারণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে। এখন পর্যন্ত আধুনিক একাধিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐতিহ্যবাদী কাঠামো, পরিবার, ধর্ম, জাতপাতের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে এটি আর্থ-সামাজিক অনুশীলনকে ধরে রাখে। সুতরাং সমাজ-সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক উপাদান কৌশলগত ও সাহায্যকারী পরিকল্পনার প্রয়োগের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত তা বুঝতে সচেষ্ট হয়। একটি প্রাথমিক শক্তিশালীগোষ্ঠী রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী তখনই হয় যখন সুনিদিষ্টিতা, সময়, সতর্কতার মত উপাদানগুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ১৯৬০-এর দশকে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে রুপান্তর ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি নিয়মানুক অধ্যায়নের রূপদান করে যার মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কৌশলগত বিষয়ে সাহাজ্য করে প্রতিষ্ঠান গঠনে ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার সমান্তরাল চরিত্র আছে, যার কাঠামো এবং কাজ বিশ্লেষণে ছিল এর মৌলিক একক। এতে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এর মুল লক্ষ্য হল আদর্শ অথবা কমপক্ষে একটি ভালো প্রশাসনিক কাঠামোর কথা বলে। উড্র উইলসন, এল ডি হোয়াইট, ফেয়ল, গালিক, টেলর এবং আরো অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে আমেরিকার অনুশাসনের প্রতিরুপের প্রতিফলন হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মানুষের জন্য। এই তালিকায় একাধিক বিষয় অন্তর্ভুন্ত হয়েছে যার মধ্যে প্রতিবেদন কিংবা অধ্যায়ন রয়েছে যেগুলি বিশেষজ্ঞ, কৌশল সহায়ক কিংবা পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসকদের ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় একটি আদর্শ কাঠামো রচনা এবং সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করে তার সমাধান করা। যার মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতিকে চিহিত করা যায়।

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি : একাধিক গবেষক উন্নয়নমূলক প্রশাসনকে বুঝতে চেয়েছেন একটি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। পরিবেশগত এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য। যুক্তির বিষয় হল এই যে, উন্নতি হল একটি সার্বিক প্রক্রিয়া । একটি ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হল

এই যে, জাতীয় উন্নতি এবং প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক উন্নতি আবশ্যিক। জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা নিতে জনপ্রশাসনের ক্ষমতাটিও এই রাজনৈতিক প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা জানা কথা যে প্রশাসন চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় নীতি গঠনে এবং এটি কার্যকর করার ব্যবস্থাপনার ওপর। রাজনৈতিক পরিবেশ প্রশাসনিক পরিবেশের ওপর একটি শর্তমূলক প্রভাব স্থাপন করে ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন প্রশাসন

জনপ্রশাসনের বেশিরভাগ তাত্বিকগণ সংগঠনের একটি ধারাকে স্বীকৃতি দেয় যেটি সর্বজন স্বীকৃত নয়। কিন্তু ওইসব দেশে এটি ছড়িয়ে গড়ে যেসব দেশগুলিকে তুলনামূলকভাবে উন্নয়নশীল বলা হয়। তারা এটা ভাবেনা যে তাদের এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে প্রথাগত সংগঠনগুলির প্রাক অস্তিত্বের ওপর। সংগঠন এবং উন্নয়নের মধ্যে যে সম্পর্ক তা সহ-সম্পর্কযুক্ত নয়। একমাত্র অধিক উন্নত দেশগুলি সংগঠনকে তৈরি করে এই অর্থে যে, এই শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কার্যকরী প্রথাগত সংগঠনগুলি উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। রিগসের মতে কর্তৃত্ববাদ একটি জটিল সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে যেটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া জীবনের অন্যান্য রাস্তাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই চ্যালেঞ্জগুলি জীবনের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । বিপরীত দিকে গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কিছু মানুষকে দেখি যারা একটি মাত্র জীবন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে রাখে কারণ তাদেরকে কোন বিকল্প রাস্তা দেখানো হয়নি এবং তারা নিজেরাও কোন ভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করতে চায় না। এইভাবে সেই সমাজ ব্যবস্থায় অভিনবত্ব দেখা যায় না কারণ সেখানে সহজলভ্য বিকল্পের আস্থার অভাব, পক্ষান্তরে কর্তৃত্ববাদকে দেখা যেতে পারে উন্নতি সাধনের একটি রাস্তা হিসাবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষামূলক ও পারিবারিক পরিচালন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাগুলি উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হতে পারে।

উন্নয়নের কোনো নির্দিষ্ট একটি তত্ব নেই। উন্নয়নের সমসাময়িক তত্বগুলি হল__

১। বহুত্ববাদ, উন্নয়নের একাধিক পথের কথা বলে।

২। তাদের সাংস্কৃতিক অনুমানের ক্ষেত্রে পশ্চিমী অনুকরণ কিছুটা কমেছে।

সমসাময়িক উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানগুলির প্রতিফলন ঘটেছে Rogers, Korten, Klaus,Biur Bryan এবং White -এর চিন্তায় যার মধ্যে রয়েছে_

তথ্যসুত্রঃ- ঘোষ সোমা, জনপ্রশাসন-তত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, জনপ্রশাসন, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫

সোম সুভাষ, জনপ্রশাসন।

বসু রুমকী ও চট্টোপাধ্যায় পঞ্জানন, জনপ্রশাসন।

চক্রবর্তী দেবাশীষ, গণপরিচালন।